গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা কমিশন
কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ
পল্লী প্রতিষ্ঠান উইং, পল্লী উন্নয়ন-০১ শাখা

## আন্তঃমন্ত্রণালয় প্রজেক্ট এ্যাপ্রেইজল সভার কার্যপত্র

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। | প্রকল্পের নাম | ঃ | "ভূমি ব্যবস্থাপনার অটোমেশন" শীর্ষক প্রকল্প। |
| ২। | (ক) উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ | ঃ | ভূমি মন্ত্রণালয়। |
| | (খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা | ঃ | ভূমি মন্ত্রণালয়। |
| ৩। | প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | ঃ | ১৯৪৮.৩২.৭০ (সম্পূর্ণ জিওবি অনুদান) |
| ৪। | বাস্তবায়নকাল | ঃ | জুলাই ২০১৫ থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত। |
| ৫। | প্রকল্প এলাকা | ঃ | দেশের ৫৮ টি জেলার ৪৫১টি উপজেলা (বিস্তারিত ডিপিপি পৃষ্ঠা-৩৪-৩৫)। |
| ৬ | বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তি ও বরাদ্দ | ঃ | প্রকল্পটি ২০১৬-১৭ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তালিকায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে (এডিপি পৃষ্ঠা-৭৩০, ক্রমিক নং-১৬১)। |

৭। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

১) দেশের সকল ভূমি সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরসমূহে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর একটি সমন্বিত ভূমি ব্যবস্থাপনা সিস্টেম স্থাপন।

২) প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলসহ ভূমি সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরসমূহের মধ্যে একটি যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন।

৩) আধুনিক ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ভূমি সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি।

৪) ভূমি সংশ্লিষ্ট নাগরিক সেবাসমূহ (যেমনঃ নামজারি, ভূমি অধিগ্রহণ, ভূমি বন্দোবস্ত, ইত্যাদি) আরও সুন্দর ও সহজপ্রাপ্য করা।

৫) ভূমি সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহে অনলাইন অফিস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম স্থাপন

৮। প্রকল্পের মূল কার্যক্রমঃ

১) সফটওয়্যার প্রণয়ন;

২) ভূমি সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহের জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান;

৩) বর্তমান ভূমি সংক্রান্ত ডাটা ডিজিটাইজিং করা।

৯। প্রকল্পের অংগভিত্তিক ব্যয় বিভাজন ঃ প্রকল্পের অংগভিত্তিক ব্যয় বিভাজন সংযোজনী-'ক' সদয় দ্রষ্টব্য

১০। পরিকল্পনা কমিশনের মতামত ঃ

১) ভূমি ব্যবস্থাপনা, বিশেষ করে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়। এর অটোমেশন অত্যন্ত জরুরী। সুতরাং অটোমেশন কাজটি অত্যন্ত সুচারুভাবে করা প্রয়োজন। সেক্ষত্রে, একত্রে সমগ্র দেশে না করে পাইলটিং প্রকল্প দুটির লব্ধ জ্ঞানের আলোকে পর্যায়ক্রমে সমগ্র দেশে এর বাস্তবায়ন সমীচীন হবে। এতে করে এক পর্যায়ের ভুল-ত্রুটি/অভিজ্ঞতা পরবর্তী পর্যায়ে সংশোধনের সুযোগ থাকবে।

২) ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করার লক্ষ্যে ২০১১/২০১২ সাল থেকে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২টি বিনিয়োগ প্রকল্প চলমান রয়েছে। "Digital Land Management System (DLMS)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় একটি সমন্বিত সফটওয়্যার প্রণয়ন করা হচ্ছে যা প্রাথমিক পর্যায়ে ৪৫টি উপজেলায় চালু করা হবে। এর কার্যকরিতা যাচাই করে এটি দেশের সকল উপজেলায় Replicate করার কথা। ভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে নতুন আরেকটি সফটওয়্যার তৈরী না করে প্রণয়নাধীন সফটওয়্যারটি Trial and Error Basis-এ প্রয়োজনীয় সংশোধন/পরিমার্জন করা সমীচীন হবে। চলমান প্রকল্প দুটি নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত করে প্রকল্পের আওতায় প্রণীত সফটওয়্যার ও অন্যান্য digitization কার্যাবলীর সফলতা/ত্রুটিসমূহ বিশ্লেষণপূর্বক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ সমীচীন হবে।

সংযোজনী - 'ক'

"ভূমি ব্যবস্থাপনার অটোমেশন" শীর্ষক প্রকল্পের অংশভিত্তিক ব্যয় বিভাজন ঃ

(লক্ষ টাকায়)

| বাজেট কোড | অর্থনৈতিক কোড | অংশের নাম | প্রাক্কলিত ব্যয় | | এডিপিভুক্ত প্রকল্প সাহায্য সুপারিশকৃত ব্যয় | | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | সংখ্যা/পরিমাণ | জিওবি | সংখ্যা/পরিমাণ | জিওবি | |
| (ক) রাজস্ব খাত ঃ | | | | | | | |
| | | বেতন ঃ | | | | | |
| ৪৫০০ | ৪৫০১ | কর্মকর্তাদের বেতন | ৬ জন | ২৪২.৫১ | | | |
| ৪৫০০ | ৪৫০২ | কর্মচারীদের বেতন | ৪৫৯ জন | ৩৫৮৭.৬৮ | | | |
| | | উপ-মোট (বেতন) ঃ | | ৫৮৪০.৬৯ | | | |
| ৪৫১০ | | ভাতাদি ঃ | | | | | |
| | ৪৫১১ | বাড়ী ভাড়া ভাতা | ৬৭ জন | ২৪.২১ | | | |
| | ৪৫১৯ | বদলি বিনোদন ভাতা | ৮ জন | ১০.০০ | | | |
| | ৪৫১৩ | উৎসব ভাতা | ৪৬২ জন | ৬০০.৪২ | | | |
| | ৪৫১৭ | চিকিৎসা ভাতা | ২ জন | ২.০০ | | | |
| | ৪৫১৭ | দর্শনী ও খেলা ভাতা | ৫ জন | ১০.০০ | | | |
| | ৪৫২২ | টিফিন ভাতা | ২ জন | ২.০০ | | | |
| | ৪৫২৩ | যাতায়াত ভাতা | ৬ জন | ১০.০০ | | | |
| | ৪৫২৫ | শ্রম ভাতা | ১ জন | ১.০০ | | | |
| | | উপ মোট (ভাতাদি) ঃ | | ৭৩১.৬৫ | | | |
| ৪৫৫০ | | সরবরাহ ও সেবা ঃ | | | | | |
| | ৪৫৫১ | পরিবহন ব্যয় | ১৫০৪ | ৩০.০০ | | | |
| | ৪৫৫২ | পানি ভাড়া | ১৫০৪ | ১০.০০ | | | |
| | ৪৫৫৩ | বিদ্যুৎ ভাড়া | ১৮ মাস | ৫০.০০ | | | |
| | ৪৫১৯ | [illegible] | ১৫০৪ | ১০.০০ | | | |
| | ৪৫১৯ | টেলিফোন/ফোনফিক্স/ইন্টারনেট/মোবাইল ঃ | | ৯.০০ | | | |
| | | ১) PBL-এর ৩০টি টেলিফোন/ফিক্সড/ইন্টারনেট/মোবাইল | ১৫০৪ | ১৫.০০ | | | |
| | | ২) Internet connection of AC(Land) & UEO for 69 months | ৩৫৭৮ | ১৫০.৩১.৮০ | | | |
| | ৪৫১৭ | ডাক | ১৫০৪ | ৩.৫০ | | | |
| | ৪৫১৮ | [illegible] | ১৫০৪ | ১৫.০০ | | | |
| | ৪৫২১ | ইন্ধন | ১৫০৪ | ১০.০০ | | | |
| | ৪৫২৯ | গ্যাস এবং চুলার | ৮ টি | ১২০.০০ | | | |
| | ৪৫২৪ | মেরামত এবং সংরক্ষণ | ৮ টি | ৫০.০০ | | | |
| | ৪৫২৬ | ফিল্ডওয়ার্কের খরচ | ১৫০৪ | ১০.০০ | | | |
| | ৪৫২৬ | (a) Stationary for AC(Land) (Paper, toner and others) | ৮৫১ | ৩২৪৯.০০ | | | |
| | | (b) Stationary for Union/municipal land office(Paper, toner) | ৩১৪৮ | ১০০৩৯.৪০ | | | |
| | | (c) Stationary for PBL (Paper, toner and others) | ১৫০৪ | ৩১৭.৮৭ | | | |
| | ৪৫৩১ | বই এবং সাময়িকী | ১৫০৪ | ৫.০০ | | | |
| | ৪৫৩৪ | (১) প্রচার এবং বিজ্ঞাপন | ১৫০৪ | ১০.০০ | | | |
| | | (২) মুদ্রণ | ১৫০৪ | ৫০০.০০ | | | |
| | | (3) Preparation of DPP | ১৫০৪ | ২.০০ | | | |
| | ৪৫৩৩ | প্রশিক্ষণ ঃ | ১২ জন | [illegible] | | | |
| | | (a) স্থানীয় প্রশিক্ষণ ঃ | | | | | |
| | | 1. Training on customised software | ১২৯৯২ | ২৪০২.০০ | | | |
| | | 2. Refresher course | ১২৯৯২ | ১০০০.০০ | | | |
| | | 3. Training on GIS | ১৫০৪ | ১০০.০০ | | | |
| | | (b) স্বল্পমেয়াদি এবং (Short and long courses) | ১৫০৪ | ২০০০.০০ | | | |
| | ৪৫৩৫ | [illegible] এবং ওয়ার্কশপ | ১৫০৪ | ৫০.০০ | | | |
| | ৪৫৪১ | সাধারণ খরচ | ১৫০৪ | ১০.০০ | | | |
| | ৪৫৪৪ | বাসভবন মুদ্রণ খরচ | ১৫০৪ | ৪.০০ | | | |
| | ৪৫৪৬ | 1. Raw materials for | ১৫০৪ | ২.০০ | | | |
| | | 2. Networking for Upazila and UEO | ৩৫৭৮ | ১০৭২.০০ | | | |
| | | 3. Webpage design | ১৫০৪ | ১.০০ | | | |
| | ৪৫৫৪ | [illegible] | ৯ | ১২৪৬.০০ | | | |
| | ৪৫৫৭ | পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা | ১৫০৪ | ৭.০০ | | | |
| | ৪৫৫৫ | [illegible] | ১৫০৪ | ১২২.০০ | | | |
| | ৪৫৫৭ | [illegible] | ১৫০৪ | ২.০০ | | | |
| | ৪৫৫৮ | কম্পিউটিং সামগ্রী | ১৫০৪ | ২৭.০০ | | | |
| | ৪৫৯৯ | অন্য মেয়াদী সুপ্রদান | ১৫০৪ | ১৫.০০ | | | |
| | ৪৫৯৩ | Hiring charge for labour | ১৫০৪ | ৪.০০ | | | |
| | ৪৫৯৮ | Special expenditure : | | | | | |

## পরিকল্পনা কমিশনের মন্তব্য ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের জবাব

| ক্র: নং | পরিকল্পনা কমিশনের মন্তব্য | ভূমি মন্ত্রণালয়ের জবাব |
|---|---|---|
| ১। | ভূমি ব্যবস্থাপনা, বিশেষ করে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়। এর অটোমেশন অত্যন্ত জরুরী । সুতরাং অটোমেশন কাজটি অত্যন্ত সুচারুভাবে করা প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে, একত্রে সমগ্র দেশে না করে পাইলটিং প্রকল্প দুটির লব্ধ জ্ঞানের আলোকে পর্যায়ক্রমে সমগ্র দেশে এর বাস্তবায়ন সমীচীন হবে। এতে করে এক পর্যায়ের ভুল-ত্রুটি / অভিজ্ঞতা পরবর্তী পর্যায়ে সংশোধনের সুযোগ থাকবে। | • মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৪ ভূমি মন্ত্রণালয় পরিদর্শনের সময় ৩১টি অনুশাসন প্রদান করেন। তন্মধ্যে ২৪ নং অনুচ্ছেদেরে ১৯ নম্বর অনুশাসন (পরিশিষ্ট-ক)<br>➢ *"ভূমি রেকর্ড ডিজিটাইজেশনের কাজ ভাগে ভাগে না করে সারাদেশে একসাথে করতে হবে এবং ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে ভূমি সংক্রান্ত সেবা প্রদান নিশ্চিত করতে হবে"।*<br>• মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় ভূমি ব্যবহার কমিটির ১ম সভার সিদ্ধান্তগুলোর মধ্যে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ অন্যতম: (পরিশিষ্ট-খ)<br>✓ ৭.০.খ.১ সিদ্ধান্ত: বর্তমান ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং রেজিস্ট্রেশনের কার্যক্রম যথাক্রমে ভূমি মন্ত্রণালয় এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় রেখে ডিজিটাল পদ্ধতি ব্যবহার করে কীভাবে সমন্বয় করা যায় তা উভয় মন্ত্রণালয় যৌথভাবে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।<br>✓ ৭.০.খ.২সিদ্ধান্ত: যত দ্রুত সম্ভব Certificate of Land Ownership (CLO) প্রবর্তন করতে হবে।<br>✓ ৩.৯. ঙ.১ সিদ্ধান্ত: সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণে যে সব জমি আছে সেগুলোর বর্তমান ও ফলপ্রসূ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য একটা তথ্যভিত্তিক ভূমি ড্যাটা ব্যাংক চালু করতে হবে।<br>• আওয়ামী লীগ সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার ২০১৪ এ ভূমি সংক্রান্ত ৮ টি বিষয় উল্লেখ আছে যা বর্তমান সরকারের আমলে বাস্তবায়নের ভূমি মন্ত্রণালয়ের বাধ্যবাধকতা আছে। উক্ত ৮টি বিষয়ের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে<br>আগামী পাঁচ বছরে দেশের সব জমির রেকর্ড ডিজিটালাইজড করার |

| | | |
|---|---|---|
| | | কাজ সম্পন্ন করা হবে।<br>• উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়ন অর্থাৎ ডিজিটাইজেশন বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গীকার। ভূমি মন্ত্রণালয়ে ইতিপূর্ব হতে গৃহীত ভূমি ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নে ৪ টি প্রকল্প চলমান রয়েছে। এছাড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অধীন এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়ন ও তাদের দ্বারা বাস্তবায়িত "ইমপ্রুভিং পাবলিক এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড সার্ভিস ডেলিভারি থ্রো ই-সলুশন" নামক একটি প্রকল্প- যার উদ্দেশ্য ছিল "আধুনিক ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের লক্ষ্যে সকল বিষয়ে একটি স্বচ্ছ ধারণা পাওয়ার জন্য *ডিজিটাল ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান* প্রণয়ন করা। ইতিমধ্যে মাস্টার প্ল্যানটি গৃহীত হয়েছে এবং ভূমি মন্ত্রণালয় সে অনুসারে ভবিষ্যৎ করণীয় ঠিক করছে। এছাড়া এটুআই , ভূমি সংস্কার বোর্ড, ও বিভিন্ন জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, উপজেলা ভূমি অফিস নিজ নিজ উদ্যোগে ভূমি ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যেমন মিউটেশন প্রক্রিয়া, হাট-বাজারের চান্দিনা ভিটির তথ্য, অর্পিত সম্পত্তির ফি আদায়, ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ প্রদান ইত্যাদির তথ্য সংরক্ষণ ও প্রদানের প্রক্রিয়া এবং একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্মিত মিউটেশন নামক সফটওয়্যার চালু করেছে; দেশের বিভিন্ন উপজেলা ভূমি অফিসে ব্যক্তি পর্যায়ে উদ্যোগে সংযোজন করে কাজ করা হচ্ছে। কিন্তু কোনটিতেই সামগ্রিক ভূমি ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নে সমন্বিত ড্যাটাবেইজ তৈরির উদ্যোগ পরিলক্ষিত হয়নি, যা দেশের ভূমি ব্যবস্থাপনাকে টেকসই করবে।<br><br>১৯৯৫ সাল হতে বিভিন্নভাবে ভূমি ব্যবস্থাপনা আধুনিকীকরণের জন্য ১০টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এডিবি কর্তৃক প্রণীত মাস্টার প্লানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এ প্রকল্পগুলো Sporadic আকারের হওয়ায় সেগুলো টেকসই হয়নি এবং Sporadic আকারের প্রকল্প গ্রহণের বিষয়ে নিরুৎসাহ করা হয়েছে।<br><br>ফলে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুশাসন এবং মাস্টার প্লানের সুপারিশ মোতাবেক "*ভূমি রেকর্ড ডিজিটাইজেশনের কাজ ভাগে ভাগে না করে সারাদেশে একসাথে করতে হবে এবং ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রের মাধ্যমে ভূমি সংক্রান্ত সেবা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য* ভূমি ব্যবস্থাপনার সকল সেবাসমূহকে আধুনিকীকরণের নিমিত্ত একটি সমন্বিত প্রকল্প |

| | | |
|---|---|---|
| | | গ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। |
| ২। | ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করার লক্ষ্যে ২০১১/২০১২ সাল থেকে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২টি বিনিয়োগ প্রকল্প চলমান রয়েছে। Digital Land Management System (DLMS)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় একটি সমন্বিত সমন্বিত সফটওয়্যার প্রণয়ন করা হচ্ছে যা প্রাথমিক পর্যায়ে ৪৫টি উপজেলায় চালু করা হবে। এর কার্যকারিতা যাচাই করে এটি দেশের সকল উপজেলায় replication করার কথা। ভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে নতুন আরেকটি সফটওয়্যার তৈরি না করে প্রণয়নাধীন সফটওয়্যারটি trial and error basis এ প্রয়োজনীয় সংশোধন/পরিমার্জন করা সমীচীন হবে। চলমান প্রকল্প দুটি নির্ধারিত সময়ে সমাপ্ত করে প্রকল্পের আওতায় প্রণীত সফটওয়্যার ও অন্যান্য digitization কার্যাবলী সফলতা/ ত্রুটিসমূহ বিশ্লেষণপূর্বক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ সমীচীন হবে। | "Digital Land Management System (DLMS)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রণীত সফটওয়ারের মাধ্যমে Online এ জনগণ Mutation এর আবেদন করতে পারবন। জমির জমা-খরিজ আবেদন পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় কাগজ পত্রাদি পরীক্ষা করা হবে। সকল প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র পাওয়ার পর, সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিস হতে আবেদনের কপি প্রিন্ট করে ম্যানুয়ালী জমির দখল ও দলিলাদি যাচাই এর জন্য ইউনিয়ন ভূমি অফিসে প্রেরণ করা হবে। ইউনিয়ন ভূমি জমির দখল ও দলিলাদি যাচাই-বাছাই শেষে পুনরায় ম্যনুয়ালী হাতে হাতে এসি(ল্যান্ড) প্রেরণ করা হবে। ইউনিয়ন ভূমি অফিস হতে রিপোর্ট পাওয়ার এসি(ল্যান্ড) হতে পুনরায় সফটওয়ারের মাধ্যমে প্রক্রিয়া করা হবে। উক্ত সফটওয়ারটি সেমি-অটোমেশনের মাধ্যমে মিউটেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে। রেকর্ড ডাটা প্রক্রিয়াজাতকরণ কাজটি সম্পন্ন হচ্ছে না। সুতরাং উক্ত সফটওয়ারটি সারা দেশে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে বলে প্রতীয়মান হয় না অর্থাৎ ভূমি ব্যবস্থাপনার মৌলিক কার্য সম্পাদিত হবে না। তবে উক্ত সফটওয়ারের কোন অংশ সারাদেশে Replicable যোগ্য বিবেচিত হলে সে অংশ প্রস্তাবিত প্রকল্পে নেয়া হবে। |
| ৩। | ডিপিপি-তে ভূমি মন্ত্রণালয়কে বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসাবে উল্লেখ করা | আরওআর (রেকর্ড অব রাইটস) চূড়ান্ত প্রকাশনার পর সেগুলো ভূমি রাজস্ব কর্তৃপক্ষ (কালেক্টর- ডিসি, এসি(ল্যান্ড) ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস (তহশিল)) |

| | | |
|---|---|---|
| | হয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী উদ্যোগী মন্ত্রণালয় নিজেই বাস্তবায়নকারী সংস্থার ভূমিকা পালন করলে প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ যথাযথ হয় না । তাছাড়া, ভূমি ব্যবস্থাপনার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীন ভূমি জরিপ অধিদপ্তরের মত বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান রয়েছে। বিষয়টি সভায় আলোচনা করা যেতে পারে। | এ প্রেরণ করা হয়। দৈনন্দিন জমির মালিকানা হালনাগাদ করা হয়ে থাকে ভূমি রাজস্ব কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে। কিন্তু ভূমি রাজস্ব কর্মকর্তাগণ সরাসরি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে থাকেন। তাছাড়া, ভূমি মন্ত্রণালয়ের ভূমি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম এ সকল কর্মকর্তা সম্পাদন করে থাকেন অর্থাৎ ভূমি ব্যবস্থাপনা সৃষ্টি হয়েছে কালেক্টরের মাধ্যমে – বর্তমান সময় পর্যন্ত ভূমি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সেভাবেই বাস্তবায়িত হচ্ছে। তাছাড়া, জমির রেজিস্ট্রেশন বিষয়টির এ ব্যবস্থাপনার সাথে সমন্বয়ের প্রয়োজন। ভূমি ব্যবস্থাপনার বিষয়টি একটি আন্ত:মন্ত্রণালয় কার্যক্রম সংক্রান্ত। এ প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসন এবং বিভাগীয় প্রশাসনকে সম্পৃক্ত করা ছাড়া বাস্তবায়ন একবারেই অসম্ভব। সুতরাং ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীন কোনো সংস্থাকে বাস্তবায়নের দায়িত্ব প্রদান করা হলে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় করা সম্ভব হবে না। তাছাড়া, মাস্টার প্লান ভূমি মন্ত্রণালয়ের একটি শক্তিশালী ইউনিটের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়নের সুপারিশ করা হয়েছে।<br><br>সার্বিক বিবেচনায়, ভূমি মন্ত্রণালয়কে প্রকল্পের বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে প্রস্তাব করা হয়েছে। |
| ৪। | ডিপিপি-তে প্রকল্পের জন্য বছর ভিত্তিক জিওবি চাহিদা (অনুচ্ছেদ- 7b) উল্লেখ করা হয়নি (ডিপিপি পৃষ্ঠা-২ দ্রষ্টব্য) | প্রকল্পের জন্য বছর ভিত্তিক জিওবি চাহিদা (অনুচ্ছেদ- 7b) উল্লেখ করা হবে। |
| ৫। | প্রকল্পটি মোটি ১৯৪৮.৩২৭০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৫ বছর মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে । অর্থাৎ প্রকল্পটির জন্য বার্ষিক উন্নয়ন | ভূমি ব্যবস্থাপনা ডিজিটাইজেশন সরকারের একটি গুরুত্বপূণ খাত। ভূমি ব্যবস্থাপনা আধুনিকীকরণের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের চাহিদার প্রেক্ষিতে চলতি অর্থ বছরের উন্নয়ন বাজেটে ৭৫.০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। |

| | | |
|---|---|---|
| | কর্মসূচি (এডিপি)-তে গড়ে প্রতিবছর ৩৮৯.৬৬৫৪ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রয়োজন হবে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের এমটিবিএফ-এর আওতায় এ অর্থায়ন কিভাবে করা হবে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে জানা প্রয়োজন। | |
| ৬। | Digital Land Management System (DLMS)" শীর্ষক প্রকল্পটি (পাইলটিং প্রকল্প) এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। সেক্ষেত্রে , আলোচ্য প্রস্তাবিত প্রকল্পটিতে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক অথবা অন্য কোন দেশী/ বিদেশী উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার অর্থায়নে বাস্তবায়নের বিষয়টি বিবেচনা করা প্রয়োজন। উল্লেখ্য, প্রকল্প পরামর্শক সংস্থা ফিলিপাইনেও ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশনের কাজ করছে। ফিলিপাইন সরকারের সরাসরি কোন অর্থায়ন নেই। সেখানে স্থানীয় কয়েকটি ব্যাংকের সমন্বয়ে কনসোর্টিয়ামের মাধ্যমে অর্থায়ন করা হচ্ছে। বিষয়টি সভায় আলোচনা করা যেতে পারে। | ১৯৯৫ সাল হতে যতগুলো প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে তার অধিকাংশ প্রকল্পই উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার অর্থায়নের বাস্তবায়িত হয়েছে। যার কোনো প্রকল্পটি টেকসই হয়নি। তাছাড়া, 7 Five Year Plan(7th FYP) এর প্রাক-প্রতিবেদনের ভূমি ব্যবস্থাপনার প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বর্তমানে প্রকল্পটি দাতা সংস্থার অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। কিন্তু বাস্তবায়নের অগ্রগতি সন্তোষজনক নয়। এ প্রকল্পের জন্য দাতা সংস্থা খুজতে গেলে আরো সময়ের প্রয়োজন হবে। তাছাড়া, দাতা সংস্থা পাওয়া দুস্কর হতে পারে।<br><br>প্রস্তাবিত প্রকল্পটি জরুরী ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন বিধায় বাংলাদেশ সরাকারের নিজস্ব অর্থে বাস্তবায়নের প্রস্তাব করা হয়েছে। |
| ৭। | প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় ৫৯ জন জেলা প্রশাসকগণকে উপ-প্রকল্প পরিচালক এবং ৪৫১ জন সহকারী কমিশনার | জেলা প্রশাসনের সক্রিয় প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে। জেলা প্রশাসকের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং তত্ত্বাবধান ছাড়া এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয় । সে বিবেচনায়, জেলা প্রশাসক-কে প্রকল্পের উপ-প্রকল্প পরিচালক করার |

| | | |
|---|---|---|
| | (ভূমি)কে সহকারী প্রকল্প পরিচালক নিয়োগের প্রস্তাব করা হয়েছে। এর যৌক্তিকতা/ প্রয়োজনীয়তা সভায় আলোচনা করা যেতে পারে। | প্রস্তাব করা হয়েছে। তাছাড়া, উপজেলা ভূমি অফিস সরাসরি প্রকল্প বাস্তবায়ন করবেন। সুতরাং সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি)কে সহকারী প্রকল্প পরিচালক হিসেবে প্রস্তাব করা হয়েছে। উল্লেখ্য, জেলা প্রশাসক-কে উপপ্রকল্প পরিচালক হিসেবে নিয়োগের বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে গত ১৩/১১/২০১৬ তারিখে সম্মতি প্রদান করা হয়েছে। |
| ৮। | প্রস্তাবিত প্রকল্পে ১০টি মাস্টার্স ও ৫টি পিএইচডি প্রোগ্রাম প্রস্তাব করা হয়েছে যা প্রকল্পের কার্যক্রমের সাথে সংগতিপূর্ণ নয় বিধায় বাদ দেয়া যেতে পারে। (এর পরিবর্তে ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে শর্ট ট্রেনিং এর সংস্থান রাখা যেতে পারে।) | বাংলাদেশে ভূমি ব্যবস্থাপনাকে আধুনিকায়ন বিষয়ে প্রশিক্ষিত জনবল নেই বলেই চলে। সুতরাং প্রশিক্ষিত জনবল সৃষ্টি করা প্রয়োজন – যারা ভবিষ্যতে ভূমি ব্যবস্থাপনার আনুনিকীকরণের মডেল হিসেবে কাজ করতে পারবেন। সে বিবেচনায়, স্বল্প মেয়াদী প্রশিক্ষণের সাথে সাথে দীর্ঘ মেয়াদী এ সকল কোর্সের প্রস্তাব করা হয়েছে। |
| ৯। | ডিপিপি-তে ৪৩.৬৮% প্রস্তাব করা হয়েছে, যা যৌক্তিক পর্যায়ে হ্রাস করা প্রয়োজন। | প্রকল্পটি ৪৫১টি উপজেলা ভূমি অফিস, ৩১২৮টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসে বাস্তবায়ন করা হবে। প্রতিটি উপজেলা ভূমি অফিসের দৈনন্দিন ব্যয় মিটানোর নিমিত্ত ৫ বছরের জন্য ৭.২ লক্ষ টাকা এবং প্রতিটি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের দৈনন্দিন ব্যয় মিটানোর নিমিত্ত ৫ বছরের জন্য ৩.৩ লক্ষ টাকার প্রস্তাব করা হয়েছে ( এ খাতে ১৩৫.৬৯ কোটির টাকার প্রস্তাব করা হয়েছে)। উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসে একটি রিডানডেন্ট ইন্টারনেট কনেকশনের জন্য ১৫০.৩১৮০ কোটির টাকার প্রস্তাব করা হয়েছে। ডাটা এন্ট্রির জন্য ১৬৪.০০ কোটি টাকা এবং ই-মেইল ও এসএমএস সার্ভিস চার্জের জন্য ৮৮.৮০ কোটি টাকার প্রস্তাব করা হয়েছে। যেহেতু মোট ৩৫৭৯টি অফিসে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হবে সেহেতু যৌক্তিকতার সাথে এ ব্যয় সমূহ নির্ধারণ করা হয়েছে। |
| ১০। | ডিপিপি-র অঙ্গভিত্তিক প্রস্তাবিত পরিমাণ ও ব্যয় সভায় পর্যালোচনাপূর্বক পুনঃনির্ধারণ করা প্রয়োজন। | সভায় বিষয়টি আলোচনা করা যেতে পারে। |

| | | |
|---|---|---|
| ১১ | প্রকল্পের মেয়াদ মার্চ ২০১৬ থেকে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত নির্ধারিত হতে পারে। | প্রকল্পের মেয়াদ জানুয়ারি ২০১৭ থেকে জুন, ২০২৩ পর্যন্ত নির্ধারিত করা যেতে পারে। |
| ১২। | পিইসি সভা অনুষ্ঠানের পূর্বে প্রকল্পটির জনবল কমিটি সভার সুপারিশ গ্রহণ করতে হবে। | জনবল কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করা হবে। |
| ১৩। | জনবল কমিটির সুপারিশ ব্যতীত ৬নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত জনবল রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত হবে না। | জনবল কমিটির সুপারিশ মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। |
| ১৪। | প্রকল্পটি ৫৮টি জেলার আওতায় কতটি উপজেলায় বাস্তাবায়িত হবে তা ডিপিপি-র ক্রমিক-৪ এ উল্লেখ করা প্রয়োজন। | প্রকল্পটি ৫৮টি জেলার আওতায় কতটি উপজেলায় বাস্তাবায়িত হবে তা ডিপিপি-র ক্রমিক-৪ এ উল্লেখ করা হবে। উল্লেখ্য, ডিপিপি'র ৫৮টি জেলার আওতায় উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসের সংখ্যা Annexure এ উল্লেখ করা হয়েছে। |
| ১৫। | প্রকল্পের PSC ও PIC ছাড়াও Central monitoring Committee, field level monitoring committee ও technical working committee শীর্ষক তিনটি কমিটি প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবিত কমিটিসমূহের যৌক্তিকতা মন্ত্রণালয় ব্যাখ্যা করতে পারে। | প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে ইউনিয়ন ভূমি অফিস, উপজেলা ভূমি অফিস থেকে শুরু করে বিভিন্ন অফিসের সক্রিয় সহযোগিতা প্রয়োজন হবে। কেন্দ্রীয় মনিটরিং কমিটিতে বিভাগীয় কমিশনারগণ সদস্য রাখা হয়েছে যাতে করে বিভাগীয় কমিশনারগণ মাঠ পর্যায়ের প্রকল্প বাস্তবায়ন সরাসরি তদারকি করতে পারেন। তাছাড়া, স্টিয়ারিং কমিটি থাকলেও সেখানে বিভাগীয় কমিশনারগণকে অন্তর্ভুক্ত করা সমীচীন হবে। এ বাস্তবতায় কেন্দ্রীয় মনিটরিং কমিটির প্রস্তাব করা হয়েছে। |

| | | |
|---|---|---|
| | | অপরদিকে, সরাসরি যোগাযোগ, বাস্তবায়ন ও তদারকিতে শক্ত সেতুবন্ধন অত্যন্ত জরুরী। তাই, প্রতিটির জেলা প্রশাসক আহ্বায়ক করে মাঠপর্যায়ের প্রকল্প বাস্তবায়ন মনিটরিং করার জন্য একটি কমিটির প্রস্তাব হয়েছে।<br><br>বর্তমান ভূমি ব্যবস্থাপনার জটিল ও বিশাল কর্মযজ্ঞকে সম্পাদন/ সঠিক বাস্তবায়নের উপরই এ প্রকল্পের সাফল্য সিংহভাগ নির্ভরশীল। প্রকল্পটি আইটি বেইজড হওয়ায় এ বিষয়ে অভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠান যেমন- এটুআই , বিসিসি এর কারিগরি মতামত গ্রহণের জন্য কারিগরি টিম গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। যারা প্রকল্পের বিভিন্ন কারিগরি দিক বিচার বিশ্লেষণ করবেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করবেন। |
| ১৬ | ডিপিপি-তে ৪১ এবং ৪২ নং পৃষ্ঠা অন্তর্ভূক্ত নেই। | ভুলক্রমে বইতে অন্তর্ভূক্ত হয়নি। |